"ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর-সংস্থা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ, অগ্রগতি ও আগামী পরিকল্পনা:

(ক) সুরক্ষা সেবা বিভাগ :

ক্র: নং	পদক্ষেপ	অগ্রগতি
১.	ওয়েবসাইট প্রণয়ন।	নবগঠিত সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য নতুন ওয়েবসাইট (www.ssd.gov.bd) প্রণয়ন করা হয়েছে। ওয়েবসাইটি তথ্য সমৃদ্ধ করার কাজ চলমান রয়েছে।
২.	নতুন ওয়েব মেইল চালুকরণ।	নবগঠিত সুরক্ষা সেবা বিভাগের সকল কর্মকর্তার জন্য শাখাভিত্তিক ওয়েবমেইল খোলা হয়েছে।
৩.	ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	সুরক্ষা সেবা বিভাগের সকল কর্মকর্তার ই-ফাইলিং (৩য় সংস্করণের উপর) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
৪.	বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ছাড়পত্র অনলাইনে প্রদান।	বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।
৫.	Work and Holiday visa-এর কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্নকরণ।	বাংলাদেশ সরকারের সাথে অস্ট্রেলিয়া সরকারের চুক্তির আওতায় Work and Holiday visa-এর আবেদন গ্রহণসহ এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
৬.	সিটিজেন/ক্লায়েন্ট চার্টার সুরক্ষা সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	নবগঠিত সুরক্ষা সেবা বিভাগের সিটিজেন/ক্লায়েন্ট চার্টার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
৭.	সুরক্ষা সেবা বিভাগে LAN সংযোগ স্থাপন।	সুরক্ষা সেবা বিভাগের সকল শাখা, অধিশাখা, অনুবিভাগ ও দপ্তরসমূহ LAN সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে।
৮.	ইন্টারনেট Bandwidth -এর ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	সুরক্ষা সেবা বিভাগের ইন্টারনেট Bandwidth এর ক্ষমতা 5Mbps থেকে বাড়িয়ে 30 Mbps করা হয়েছে।
৯.	আইটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান	আইসিটি সেল এর মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের আইটি ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
১০	অনলাইনে বাজেট এন্ট্রিকরণ।	সুরক্ষা সেবা বিভাগের বাজেট প্রণয়নের সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়।

আগামী পরিকল্পনা :

১। ই-জিপি প্রক্রিয়ায় ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।

২। কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ডাটাবেজ তৈরী।

৩। সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য পৃথক আইসিটি সেল গঠন এবং অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দক্ষ জনবল নিয়োগ প্রদান।

৪। সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর জন্য আইটি বিষয়ক Software ও Hardware এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫। সিটিজেন/ক্লায়েন্ট চার্টার অনুযায়ী সুরক্ষা সেবা বিভাগের সকল সেবা অনলাইনে চালুকরণ।

৬। দ্বৈত নাগরিকত্বের আবেদন এবং পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনভিত্তিক করণ।

৭। Consuler Express-এর আবেদন, পুলিশ প্রতিবেদন ও অনুমোদন অনলাইনে সম্পন্নকরণ।

৮। বার লাইসেন্স-এর কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্নকরণ।

৯। সারাদেশে মাদকবিরোধী অভিযানের সার্বিক তথ্য (অভিযানের সংখ্যা, আটককৃত ব্যক্তি ও মামলার সংখ্যা, উদ্ধারকৃত মালামালের তথ্য) অনলাইনে প্রকাশকরণ।

(খ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর:

ক্র: নং	পদক্ষেপ	অগ্রগতি
১.	এমআরপি ও এমআরভি প্রদান।	আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার গাইড লাইন অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে প্রকল্পের আওতায় এমআরপি ও এমআরভি প্রদান এবং ডাটাবেজ তৈরীর ফলে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জল হয়েছে। এমআরপি ধারীদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য সর্বাধুনিক ডাটা সেন্টার এবং এমআরপি মুদ্রনের জন্য বৃহদাকার পাসপোর্ট প্রিন্টিং মেশিন সংবলিত পার্সোনালাইজেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
২.	অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন।	অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদনের ব্যবস্থা থাকায় আবেদনকারী নিজেই অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.passport.gov.bd) লগইন করে পাসপোর্টের তথ্য এন্ট্রি করতে পারেন।
৩.	অনলাইন ব্যাংকিং চালুকরণ।	পাসপোর্ট ফি জালিয়াতি রোধকল্পে অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে (ঢাকা ব্যাংক, ট্রাষ্ট ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া) পাসপোর্ট ফি জমাদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
৪.	ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে পাসপোর্টের তথ্য প্রদান।	ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে পাসপোর্টের তথ্য তাৎক্ষনিকভাবে প্রদান করা হচ্ছে।
৫.	অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালুকরণ।	অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালুর ফলে ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
৬.	এসএমএস-এর মাধ্যমে পাসপোর্টের তথ্য প্রদান।	মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে পাসপোর্টের তথ্য প্রদান এবং পাসপোর্ট আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
৭.	অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদনের অগ্রগতি অবহিতকরণ।	ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাসপোর্টের আবেদনের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৮.	ফেসবুকের মাধ্যমে তথ্য প্রদান।	ফেসবুকের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের তথ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
৯.	ওয়েব বেইজড সফটওয়্যার চালুকরণ।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য ওয়েব বেইজড সফট্ওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।
১০.	ই-ফাইলিং চালুকরণ।	ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে।
১১.	বিদেশস্থ বাংলদেশ মিশনসমূহে স্বল্পসময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ।	প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিকট স্বল্প সময়ে পাসপোর্ট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বেসরকারী কুরিয়ার সাভিস ফেডারেল এক্সপ্রেসের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় এখন ৩-৫ দিনের মধ্যে বিদেশস্থ মিশনসমূহে পাসপোর্ট পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। বিগত ২ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রিঃ থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

আগামী পরিকল্পনা :

১। ই-পাসপোর্ট ও ই-ভিসা ব্যবস্থা প্রবর্তন;

২। ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ;

৩। স্মার্ট কার্ডধারীদের পুলিশ প্রতিবেদন ছাড়াই পাসপোর্ট প্রদান;

৪। পাসপোর্টের আবেদন সম্পূর্ণভাবে অনলাইনভিত্তিক করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫। সকল স্থল/নৌ/বিমানবন্দর এমআরপি ও এমআরভি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা;

৬। সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক অফিসসমূহকে ই-ফাইলিং এর আওতায় আনায়ন;

৭। বিমানবন্দরে ই-গেইট চালুকরণের মাধ্যমে সহজে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;

৮। হেল্পলাইনের ব্যবস্থাসহ কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পাসপোর্টের আবেদন সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।

(গ) ফায়ার সাভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :

ক্র: নং	পদক্ষেপ	অগ্রগতি
১.	ওয়েবসাইট নিয়মিত তথ্য প্রকাশ	অধিদপ্তরের কাযক্রম ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে (www.fireservice.gov.bd) নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করা হয়।
২.	অনলাইনে ফায়ার লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন	জনভোগান্তি লাগবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ অধিদপ্তর হতে ফায়ার লাইসেন্সের আবেদন ও লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে চালু করা হয়েছে।
৩.	অনলাইনের মাধ্যমে বহুতল ভবনের ছাড়পত্র ইস্যু	নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে অনলাইনের মাধ্যমে বহুতল ভবনের ছাড়পত্র বিষয়ক আবেদন গ্রহণ ও সে অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।
৪.	ই-জিপি প্রথা চালুকরণ	মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
৫.	অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদানের আবেদন গ্রহণ	প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং নিয়মিত কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
৬.	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
৭.	আইসিটি সেল গঠন	অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে আইসিটি সেল গঠন করা হয়েছে।
৮.	শুদ্ধাচার কৌশল, APA ও SDG বাস্তবায়ন	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং টেকসই উন্নয়ন অভীস্ট (SDG)-র ১.৫, ১১.৫, ১১(বি), ১৩.১, ১৩.৩ বাস্তবায়নের ব্যাপারে সহযোগী দপ্তর হিসেবে FSCD কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
৯.	ফায়ার স্টেশন নির্মাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের ৩ টি (১৫৬,৭৮, ২৫) প্রকল্প চালু রয়েছে।
১০.	ওয়েব বেইজড HR সফটওয়্যার চালু	বিদ্যমান HR সফট্ওয়্যার অনুযায়ী কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকুরী বৃত্তান্ত সংরক্ষণের কাজ চলমান আছে।
১১.	অনলাইনে জনগণের সাড়া প্রদান নিশ্চিতকরণ	বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজসহ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়ে জনগণকে শতভাগ সাড়া প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মহড়া প্রদর্শন করা হচ্ছে।
১২.	ডিজিটাল মিডিয়া সেল	যে কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সংবাদ মিডিয়া সেলের মাধ্যমে সাংবাদিক ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়।
১৩.	আইটি বেইজড প্রশিক্ষণ	বিদেশে Structural Fire fighting Hazmat Training এবং দেশে Fire Safety Manager Course চালু করা হয়েছে।

আগামী পরিকল্পনা :

১। ই-ফায়ার লাইসেন্স কাযর্ক্রম চালুকরণ।

২। জরুরী রোগী পরিবহনে অনলাইনের মাধ্যমে বুকিং সিস্টেম;

৩। অনলাইন বেইজড রিয়েলটাইম ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও রিপোর্টিং সিস্টেম;

৪। অনলাইন বেইজড ফায়ার রিপোর্ট এর আবেদন গ্রহণ, ট্র্যাকিং ও অফিস অটোমেশন;

৫। অনলাইন বেইজড ফায়ার সেফটি সার্ভের আবেদন গ্রহণ, ট্র্যাকিং ও অফিস অটোমেশন;

৬। অনলাইন বেইজড ট্র্যাকিং ও মেইনটেন্যান্স সুবিধাসহ ভেহিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ;

৭। অনলাইন বেইজড অগ্নি নির্বাপন ও জরুরী নির্গমন মহড়ার আবেদন গ্রহণ, ট্র্যাকিং ও অফিস অটোমেশন;

৮। সরকারী/বেসরকারীসহ সকল ধরণের প্রতিষ্ঠানের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে ফায়ার সেফটি ট্রেনিং এর আবেদন গ্রহণ, ট্র্যাকিং ও অফিস অটোমেশন।

(ঘ) কারা অধিদপ্তর:

ক্র: নং	পদক্ষেপ	অগ্রগতি
১.	কারা অধিদপ্তরে ওয়েব বেইজড প্রিজন ভ্যান সংযোজন।	কারাবন্দীদের নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে কারা অধিদপ্তরে ২টি ওয়েব বেইজড প্রিজন ভ্যান সংযোজন করা হয়েছে।
২.	কারা অধিদপ্তর ও কাশিমপুর কারাগারের মধ্যে ভিডিও লিংকেজ চালুকরণ।	কারা অধিদপ্তর ও কাশিমপুর কারাগারের মধ্যে ভিডিও লিংকেজ চালু করা হয়েছে। কারা মহাপরিদর্শক ঢাকা হতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন, ক্লাস নেয়া ও সমাপনী কুচকাওয়াজ অভিবাদন গ্রহণ করেছেন।
৩.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্দীদের মোবাইল ফোনে পরিবারের সাথে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্দীদের মোবাইল ফোনে পরিবারের সাথে কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য এটুআই প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথমে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি সরকারের সানুগ্রহ অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
৪.	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিচার কাজ সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ।	এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ ও হাইসিকিউরিটি কারাগারে দুর্ধর্ষ আসামীদের কারাগারে রেখে আদালত ও কারাগারের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচার কাজ শুরু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৫.	কারা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য কারা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।	কারা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য কারা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। কারা অধিদপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কম্পিউটার বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রায় ৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৬.	কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য স্মার্ট আইডি কার্ড তৈরী।	কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর ও কারাগারের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য স্মার্ট আইডি কার্ড তৈরী ও সরবরাহ করা হয়েছে।
৭.	এসএমএসের মাধ্যমে কারারক্ষী নিয়োগের আবেদনপত্র আহবান ও রেজিষ্ট্রেশন নম্বর প্রদান।	এসএমএসের মাধ্যমে কারারক্ষী নিয়োগের আবেদনপত্র আহবান করা হয়েছে। পরীক্ষার ফি প্রদান ও রেজিষ্ট্রেশন টেলিটক এর সহযোগিতায় এসএমএস এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।
৮.	এসএমএসের মাধ্যমে বন্দীদের দেখা সাক্ষাতের আবেদন আহবান।	এসএমএসের মাধ্যমে বন্দীদের দেখা সাক্ষাতের আবেদন একটি কারাগারে চালু করা হয়েছে। অন্যান্য সকল কারাগারে চালুর কাজ চলছে।
৯.	কারা অধিদপ্তরে ই-টেন্ডার চালুকরণ।	প্রথমবারের মত কারা অধিদপ্তরের ঔষধ ক্রয়ের জন্য ১০.০৪.২০১৭ তারিখ ই-টেন্ডার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
১০.	কারা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালুকরণ।	কারা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
১১.	কারা অধিদপ্তরে আইসিটি সেল চালুকরণ।	কারা অধিদপ্তরে পৃথক শাখা হিসেবে ১ জন ডেপুটি জেলারসহ প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের মাধ্যমে আইসিটি সেল চালু করা হয়েছে।
১২.	কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর ও কারাগারের দপ্তরের জন্য পৃথক পৃথক ই-মেইল এড্রেস চালুকরণ।	কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর ও কারাগারের দপ্তরের জন্য পৃথক পৃথক ই-মেইল এড্রেস চালু করা হয়েছে।
১৩.	কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে ই-নথি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং কারা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, ঢাকা এর মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-নথি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এ মাসের মধ্যে কার্যক্রম চালু করা হবে।
১৪.	অন-লাইনে বাজেট এন্ট্রি।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কারা অধিদপ্তরের ৩ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে অনলাইন বাজেট এন্ট্রি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমেই অনলাইন বাজেট এন্ট্রি পরিচালনা করা হচ্ছে।
১৫.	বন্দীদের ডাটাবেজ তৈরী।	র‍্যাবের সহযোগিতায় বন্দীদের ডাটা এন্ট্রির কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে ২২টি কারাগারে এ কাজ চলছে।
১৬.	অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহকরণ।	৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ''কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি বিভাগের কারাগারের জন্য কম্পিউটার, সিসিটিভি, ওয়াকি-টকি, ট্যানয় সিস্টেম, লাগেজ স্ক্যানার ইত্যাদি ক্রয় করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৯ কোটি টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি বিভাগের কারাগারের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।

আগামী পরিকল্পনা :

১। সকল কারাগারের মধ্যে ভিডিও লিংকেজ স্থাপন;

২। সকল বিভাগীয় কারা দপ্তরে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।

৩। ওয়েবসাইট সমৃদ্ধকরণ এবং ওয়েবসাইটে কারাগার ভিত্তিক তথ্য সংযোজন;

৪। কারাগারসমূহের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও কারারক্ষীদের Outpost ডিউটির বিষয়টি সিসিটিভি-র মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ;

৫। কারা অধিদপ্তরের সাথে সকল কারাগারের ই-ফাইলিং সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্নকরণ;

(ঙ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:

ক্র: নং	পদক্ষেপ	অগ্রগতি
১.	ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে এটুআই-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২.	মাদক অপরাধ সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য ও অপরাধ দমনে CBT (Computer Based Training) চালুকরণ।	বিগত কয়েক বছর যাবত অধিদপ্তরসহ সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে CBT এর মাধ্যমে মাদক সনাক্তকরণ, মাদক পাচারে ব্যবহৃত ব্যক্তি, যানবাহন, ঘরবাড়ি ইত্যাদি তল্লাশীর কৌশল এবং সঠিকভাবে মাদক অপরাধ দমন ও মানি লন্ডারিং রোধে কার্যকর আইন প্রয়োগের কৌশল শেখানো হচ্ছে।
৩.	অধিনস্থ অফিসসমূহকে ইন্টারনেটের আওতায় আনায়ন।	অধিদপ্তরের সকল অফিস ইন্টারনেটের আওতায় আনায়ন করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে Facebook Account খোলা হয়েছে।
৪.	LAN এবং Wi-fi স্থাপন	অনলাইন সেবা চালুর লক্ষ্যে LAN স্থাপন এবং Wi-fi সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
৫.	e-gp প্রশিক্ষণ গ্রহণ	মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইএমইডি-র মাধ্যমে কর্মকর্তাদের e-gp প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।
৬.	ওয়েব মেইল চালুকরণ।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব ডোমেইনভূক্ত ওয়েব মেইল চালু করা হয়েছে।
৭.	অফিস ডিজিটালাইজড করণ।	অধিদপ্তরের কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করণের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৪ লক্ষ টাকা বিভিন্ন কোডে বরাদ্ধ রয়েছে।
৮.	অন-লাইনে বাজেট এন্ট্রিকরণ।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা কর্মচারীগণের মাধ্যমে অনলাইনে বাজেট এন্ট্রি প্রদান করা হচ্ছে।

আগামী পরিকল্পনা :

১। ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ;

২। কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ডাটাবেজ তৈরী;

৩। সারাদেশে মাদক বিরোধী অভিযানের সার্বিক তথ্য অনলাইনে প্রকাশকরণ।

৪। অধিদপ্তর ও জেলা অফিসসমূহের মধ্যে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালুকরণ;

৫। অধিদপ্তর ও জেলা কার্যালয়ের মধ্যে ভিডিও লিংকেজ স্থাপন;

৬। মাদকাসক্তদের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ:

৭। মাদক নিরাময় কেন্দ্রের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

৮। দক্ষ আইটি গ্রুপ তৈরীর লক্ষ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের আইটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান।